বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(বিশেষ আদি অধিক্ষেত্র)

রিট পিটিশন নং- ৯৭৯২/২০১৬

এ ক্ষেত্রে :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আওতায় একটি দরখাস্ত।

এবং

এ ক্ষেত্রে

মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম

..... **পিটিশনার**

-বনাম-

বাংলাদেশের সরকার পক্ষে সেক্রেটারি, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা এবং অন্যান্য ।

.....**রেসপনডেন্টস**

জনাব কায়সার কামাল, অ্যাডভোকেট

.....পিটিশনারগণের পক্ষে

জনাব মোঃ আবদুস সামাদ সঙ্গে

জনাব এম.জি.এইচ রুহুল্লাহ, অ্যাডভোকেট

.....রেসপনডেন্ট নং-২ এর পক্ষে

শুনানী: ২১.০৩.২০১৮ এবং ০৪.০৪.২০১৮
রায়: ০৯.০৫.২০১৮

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব নাইমা হায়দার

এবং

বিচারপতি জনাব জাফর আহমেদ

বিচারপতি নাইমা হায়দার:

সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আওতায় আবেদনের ভিত্তিতে এই আদালত নিম্নলিখিত শর্তে 'রুল নাইসাই' জারি করে:

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্মচারী কর্পোরেশন চাকুরী প্রবিধানমালা ১৯৯৮ এর ৫৪ (২) বিধি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক মর্মে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবেনা এবং সাংবিধানিক

বিধানাবলী এবং ন্যাচারাল জাস্টিসের মূলনীতি লংঘন করে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১৯৯৮ এর ৫৪ (২) বিধি অনুসারে পিটিশনারকে সহকারী হিসাব কর্মকর্তা পদ হতে অপসারণ করে ৩ নং রেসপনডেন্ট কর্তৃক ০৪.০৪.২০১৬ তারিখের স্মারক - ৩৬.০৯১.০২৭.০১.০২.৫৩৯৮.২০১৬/৪৯৪ -(সংযুক্তি-সি) মূলে প্রদত্ত আদেশ বহাল রেখে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৮.০৭.২০০৬ তারিখের স্মারক-৩৬.০৯১.০২৭.০১.০২.৫৩৯৮.২০১৬/৬২৮ পিএফ-৩২৫ কর্মচারী নং ৪২৯৮-৩(সংযুক্তি-এফ) মূলে প্রদত্ত আদেশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবেনা এবং/ অথবা এই আদালত যথাযথ ও উপযুক্ত মনে করে এই ধরণের অন্য আরও আদেশ বা আদেশসমূহ কেন প্রদান করা হবেনা তৎমর্মে রেসপনডেন্টগণকে কারণ দর্শানোর জন্য রুল নাইসাই জারি করা হোক।

এই রিট আবেদনে পিটিশনার বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৫৪(২) এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। পিটিশনার ০৪.০৪.২০১৬ তারিখের অপসারণের আদেশের বৈধতা এবং অপসারণের আদেশ বহাল রেখে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ১৮.০৭.২০১৬ তারিখের আদেশ ও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

পিটিশনার বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি শিক্ষিত এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পিটিশনারের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিযোগিতামূলক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিটিশনারকে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের সহকারী হিসাব কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তাকে ২৯.০১.২০১৪ তারিখে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো। নিয়োগ পাবার পরে পিটিশনার রেসপনডেন্টের সন্তুষ্টি অনুযায়ী চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন। বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৫৪(২) এর অধীন ০৪.০৪.২০১৬ তারিখে পিটিশনারকে অপসারণ করে তর্কিত আদেশটি প্রদান করা হয়। এখানে কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি। পিটিশনারকে কারণ দর্শানোর কোনও সুযোগ প্রদান করা হয়নি। চাকুরী হতে অপসারণের এই আদেশের বিরুদ্ধে পিটিশনার আপিল ফোরামের কাছে আপিল করেছিলেন তবে আপিল কর্তৃপক্ষ ১৮.০৭.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অপসারণের আদেশ বহাল রাখেন। পিটিশনার সংক্ষুব্ধ হয়ে হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করেন এবং এই রুল প্রাপ্ত হন।

পিটিশনার পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী পিটিশন এবং সংযুক্ত অন্যান্য কাগজাদী আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি নিবেদন করেন যে চাকুরি হতে অপসারণ অবৈধ ছিল ; পিটিশনারকে মামলার প্রতিনিধিত্ব করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি বা তার নিকট অপসারণের কোনও কারণও উল্লেখ করা হয়নি। তিনি নিবেদন করেন যে অপসারণের আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ন্যাচারাল জাস্টিসের মূলনীতির পরিপন্থী এবং এটিকে অবৈধ ঘোষণা করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৫৪(২) সাংবিধানিক বিধানের পরিপন্থী এবং অবৈধ ঘোষণা করা উচিত। তিনি নিবেদন করেন যে রুলটি চূড়ান্ত করার সাথে পিটিশনারকে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া উচিত।

রুলটির বিরোধীতা করা হয়। ২ নং রেসপনডেন্ট বিপরীত বক্তব্য দিয়ে একটি এফিডেভিট দাখিল করেন। উক্ত এফিডেভিটে শুধু অস্বীকার করে প্রদেয় বক্তব্য ছাড়া নতুন কিছুই নেই।

আমরা আরজি-জবাব এবং এর সাথে সংযুক্ত কাগজাদী পর্যালোচনা করেছি। আমরা বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনেছি।

এই আদালত মনে করে যে ন্যাচারাল জাস্টিসের মূলনীতির অনুসরণ ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। এই বিভাগ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে ক্ষেত্রে এই মূলনীতির উপর অধিক গুরুত্ব দেয় যে নির্বাহী বিভাগ এবং আধা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কে অবশ্যই ন্যায্যতা প্রদর্শন করতে হবে। এই বিভাগও একই মূলনীতি দ্বারা বাধিত। আর বনাম বেন এবং চার্চ [(১৭৯৫)৬ টিআর ১৯৮] মামলায় লর্ড কেনিয়ন বলেছিলেন যে পুউর রেটস ট্যাক্স প্রদানের জন্য সরাসরি কার্যকর পদ্ধতির ক্রোকি পরোয়ানা জারির আগে সমন দিতে হবে কারণ সমন দেওয়ার পূর্বেই যদি পরোয়ানা দেওয়া হয় তাহলে কেন পক্ষের বিরুদ্ধে একজিকিউশন জারি করা উচিত হবেনা সে মর্মে পক্ষের কারণ দর্শানোর কোনও সুযোগ থাকবেনা।

ক্যাপেল বনাম চাইল্ড [(১৮৩২)২ সি অ্যান্ড জে, ৫৫৮,৫৭৯] মামলায় বিচারপতি বেলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে:

> "এটি বিচারিক কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সকল মামলার সাধারণ নীতি নয় কি যে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে রায় কার্যকর করা হবে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে?

হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে রেসপনডেন্টদের উপর রুল জারি করে। রুলটির উদ্দেশ্য রিটের রেসপনডেন্টদের তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া।

তর্কিত বিষয়টি কীভাবে অবৈধ হয়েছে তা পিটিশনার রিট পিটিশিনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলেই কেবল রেসপনডেন্টরা তাদের অবস্থান যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন । পিটিশনটি তাই সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার; যে যুক্তির উপর নির্ভর করে তর্কিত বিষয়টি অবৈধ বলে দাবি করা হয় তা পিটিশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। পিটিশনটি স্পষ্ট এবং স্ব-ব্যাখ্যামূলক না হলে রেসপনডেন্টরা সঠিকভাবে জবাব দিতে পারবেন না। রেসপনডেন্টদের একইভাবে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা দরকার। যদি তা না করা হয় তবে পিটিশনার সঠিকভাবে জবাব দিতে সক্ষম হবেন না। ন্যায্যতার মতবাদ অনুযায়ী পিটিশনার এবং রেসপনডেন্ট উভয় পক্ষের সমানভাবে নির্ভুলতা এবং স্পষ্টতার প্রয়োজন।

হাইকোর্ট বিভাগ একটি কোর্ট অব রেকর্ড। এই বিভাগে দায়ের করা পিটিশনগুলি কেবল রায় প্রদানকারী বেঞ্চের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদের অবশ্যই বুঝতে হবে কিসের উপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। অন্যদের অবশ্যই কেবল বিচারের রেফারেন্স দ্বারা নয় বরং আরজি-জবাবের দ্বারাও মামলাটি বুঝতে হবে। এই রিট পিটিশনে পিটিশনার বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৫৪(২) এর বৈধতা এবং অপসারণের আদেশ বহাল রেখে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ করেন। পিটিশনার চারটি যুক্তি দেখায় । প্রথমত,অপসারণের আদেশটি অবৈধ যেহেতু এটি বিধি ৫৪ (২) অনুযায়ী জারি করা হয় যেখানে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, অপসারণের আদেশটি অবৈধ কারণ আদেশটিতে অপসারণের কোনও কারণ উল্লেখ করা নেই। তৃতীয়ত, অপসারণের আদেশের পূর্বে কারণ দর্শানোর কোনও নোটিশ প্রদান না করায় আদেশটি অবৈধ। চতুর্থত, রেসপনডেন্টরা অপসারণের পক্ষে কোনও জোরালো কোনও যুক্তি দেখাতে পারেননি এবং তাই অপসারণ অবৈধ। মজার বিষয় হচ্ছে, পিটিশনার বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৫৪(২) কেন অবৈধ ঘোষণা করা উচিত এর কোনও কারণ উল্লেখ করেননি । পিটিশনারের তা করা উচিত ছিল। যেহেতু পিটিশনার বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৫৪(২) কেন অবৈধ ঘোষণা করা উচিত তার কারণ উল্লেখ করেননি, রেসপনডেন্টরা কেন এই বিধানটি অবৈধ ঘোষণা করা উচিত নয় সে সম্পর্কে কোনও যুক্তি প্রদান করেনি।

এই আদালত পিটিশনে বর্ণিত যুক্তির আলোকে কোনও নির্দিষ্ট ইস্যুর বৈধতা নিয়ে রায় প্রদান করে। এই আদালত শুধু উত্থাপিত হয়েছে বলেই কোনও ইস্যু বিচার করে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি পিটিশনার কোনও আদেশের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে কিন্তু আদেশটি কেন অবৈধ ঘোষণা করা উচিত তা উল্লেখ না করে তবে বিষয়টি বিচার্য বিষয় নয় বলে বিবেচিত হয়। এ মামলায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও বিধি ৫৪ (২) কে রুল জারির আদেশের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, তবুও পিটিশনার উক্ত বিধানটিকে অবৈধ ঘোষণা করার কোনও কারণ উল্লেখ করেননি। এ ধরণের কোনও কারণ উল্লেখ না করায়, এই আদালত মনে করে যে অনুমানমূলক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। পিটিশনারকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে বিধি ৫৪ (২) অসাংবিধানিক।

এটি একটি অস্পষ্ট দাবি। একটি বিধান সাংবিধানিক বা অবৈধ হতে পারে, কিন্তু কোনও বিধানকে অসাংবিধানিক বা অবৈধ ঘোষণা করার জন্য এই বিভাগকে অবশ্যই ভিত্তি বুঝতে হবে। কোথাও অস্পষ্ট দাবি থাকা যাবে না। বিজ্ঞ আইনজীবী মৌখিকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে বিধি ৫৪ (২) সাংঘর্ষিক হওয়ায় অবৈধ। আমরা মৌখিক নিবেদন গ্রহণ করতে এবং কেবল এই জাতীয় মৌখিক নিবেদনের ভিত্তিতে বিধি ৫৪ (২) এর বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে আগ্রহী নই। আমাদের অবশ্যই রেকর্ডে কী আছে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে মামলার আরজি-জবাবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। আমরা যদি তা না করি তবে রেসপনডেন্টদের সঠিকভাবে জবাব দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে । আমরা রেসপনডেন্টদের সুবিচার করতে পারবোনা। এটা খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ দেখায় যদি আমরা নির্বাহীদের কাছে ন্যায্যতার গুরুত্ব প্রচার করি কিন্তু আমরা নিজেরাই রায় দেওয়ার সময় ন্যায্যতা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকি।

তদনুসারে, এই বিভাগ বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৫৪(২) এর বৈধতা নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী নয়।

আমরা এখন অপসারণের আদেশের বৈধতা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের দিকে মনোনিবেশ করব। এগুলোর যথার্থাতা নিরূপণের জন্য আমরা রেফারেন্সের সুবিধার্থে নীচে বিধি ৫৪ (২) উল্লেখ করেছি:

> “এই প্রবিধানমালা ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়া কোন কর্মচারীকে নব্বই দিনের নোটিশ দান করিয়া অথবা নব্বই দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকুরী থেকে অপসারণ করিতে পরিবে।”

বিধি ৫৪ (২) অনুযায়ী রেসপনডেন্টকে কারণ দর্শানো ছাড়াই চাকুরী থেকে অপসারণের সুযোগ আছে। তর্কিত আদেশ ০৪.০৪.২০১৬ তারিখ জারি করা হয়েছিল এবং ০৪.০৭.২০১৬ তারিখ থেকে অপসারণের আদেশ কার্যকর হয়। আইন অনুযায়ী তিন মাসের নোটিশ জারি করা হয়েছিল। অপসারণটি ছিলো একটি সাধারণ অপসারণ; এখানে কোনও দোষারোপ করে অপসারণ করা হয় নি। এ পরিস্থিতিতে, কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই কেননা এ জাতীয় নোটিশ কোনও কাজেই আসতো না। আদেশটিতে অপসারণের কারণ উল্লেখ করা হয়নি এমন আদেশ নয়। অতএব, আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই। আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পরিস্থিতিতে জারিকৃত ১৮.০৭.২০১৬ তারিখের আদেশটিতে কোনও কারণ উল্লেখ করার দরকার নেই কেননা অপসারণটি কোনও কারণ দর্শানো সাপেক্ষে অপসারণ ছিলোনা।

এই মামলায়, বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৫৪(২) এর বৈধতা বিচার্য বিষয় নয় বলে বিবেচিত হয়েছে। বিধি ৫৪ (২) চ্যালেঞ্জ না করায় বৈধ বলে বিবেচিত হয়। বিধি ৫৪ (২) বৈধ বলে বিবেচিত হওয়ায় অপসারণের আদেশ বহাল রেখে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ আইনানুযায়ী প্রদত্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

এই আদালতের মতে হস্তক্ষেপের কোন কারণ নেই।

রুলটি বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

তাৎক্ষণিক প্রতিপালনের জন্য এই রায় ও আদেশ প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি জাফর আহমেদ:

আমি একমত